যুগান্তর

MAY 1 1 2002

তারিখ ... ...
পৃ ৪ কলাম ৭

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরিপ নিয়ে দুর্নীতি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা কার্যক্রম পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক তথ্য নিরূপণের লক্ষ্যে এর আগে একাধিকবার জরিপ কাজ চালানো হয়েছে। কিন্তু এর ফলাফল বা উদ্দেশ্য, লক্ষ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা বলা মুশকিল। বর্তমানে একটি জরিপ চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শিমশা-৭/৩-কর্মসূচি-১১ (পিএম)/২০০১/৩৯৯-তাং ১১/১২/২০০১ মোতাবেক সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জরিপ ও ম্যাপিং করে মানসম্মত ও নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা। এই জরিপের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তাদের (উপবৃত্তি অফিসার)। আমার আগৈলঝাড়ার প্রকল্প কর্মকর্তা জরিপের বিষয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জানানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যায়। এবারের জরিপটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এর মাধ্যমে মানসম্মত ও নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করতে হবে। এতে ৪০-৪৫টি বিষয়ের ওপর ১০০০ নম্বরের মার্কিং রয়েছে। সব বিদ্যালয়কে মানসম্মত দেখানোর জন্য শুরু হয়ে গেছে দর কষাকষি। যিনি যত (পাতি) ছাড়তে পারবেন তার প্রতিষ্ঠান তত মানসম্মত। প্রকল্প কর্মকর্তাদের কাছে সব প্রতিষ্ঠান দায়বদ্ধ, আর প্রতিষ্ঠানের মানসম্মত রিপোর্ট দেয়াও তার হাতে। তাই প্রধানরা যত বড় অংকের চুক্তিই করুন না কেন, কেউ জিজ্ঞাসা করলে মুখ খুলতে রাজি হয় না। আর এ সুযোগে প্রকল্প কর্মকর্তারা হাতিয়ে নিচ্ছেন হাজার হাজার টাকা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০০ থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত নেয়া হচ্ছে। এমন শিক্ষা জরিপ দিয়ে দেশের সমাজের জাতির কতটুকু কল্যাণ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, মহাপরিচালক, জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শাহীন, বাগধা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল